



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
ডেভিট বিভাগ



সার্কুলার নং-প্রকা/ক্রেডিট/(শাখা-১)/৩(৭)/২০১৯-২০২০/১১২৭(১২৫০)

তারিখ: ০৩/০৫/২০২০

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/হানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

**বিষয়: নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্টি সক্ষট মোকাবেদায় ক্রয়কের অনুকূলে প্রগোদনা
সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল ধাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড প্রদান প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি খন বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ২৭ এপ্রিল ২০২০ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি খন বিভাগ এর ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০২ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তাব সার্কুলার লেটারটি নিম্ন মুদ্রণ করা হলো:

নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামীতে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি ধাতে শস্য ও ফসল চাষের জন্য ক্রয়ক পর্যায়ে স্বল্প সুদে কৃষি খণ্ড সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা) চাষ করার জন্য ক্রয়ক পর্যায়ে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড বিতরণের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেনে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্ধকর্মী ফসল, শাক-সবজি ও কম্বাল ফসল চাষের জন্যও সুদ-ক্ষতি সুবিধার আওতায় ক্রয়ক পর্যায়ে প্রগোদনা হিসেবে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। বিতরণকৃত খণ্ডসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি বাবদ ৫% হারে সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্য হবে।

সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল চাষের জন্য ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে অনুসরণীয় বিষয়গুলি নিম্ন উল্লেখ করা হলো:

ক) সূচনা ৪ এ স্কীমের নাম হবে "নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্টি সক্ষট মোকাবেদায় শস্য ও ফসল ধাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড প্রদান"

খ) স্কীমের মেয়াদ ৪ এ স্কীমের মেয়াদ হবে ১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত।

গ) খণ্ডের সুদের হারঃ এ স্কীমের আওতায় ক্রয়ক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ হার চলমান এবং নতুন ঝুঁঝাইড়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে, ৩০ জুন, ২০২১ এর পর চলমান খণ্ডসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

ঘ) খণ্ড বিতরণ ও আদায়ঃ

১) কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান গমসহ সকল দানা শস্য, অর্ধকর্মী ফসল, শাক-সবজি ও কম্বাল ফসল চাষের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ পুর্ববর্তী বছরসমূহের ন্যয় নিজস্ব উৎস হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তাদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ক্রয়ক পর্যায়ে ৪% হার সুদে খণ্ড বিতরণ করবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকসমূহ তাদের প্রকৃত সুদ-ক্ষতি অনুযায়ী ৫% হারে সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্য হবে।

৪

✓

**বিবরণঃ নভেম্বর কর্মসূলোর কারণে স্টেট সফট মোকাবেলায় ক্ষমতার অনুকূলে প্রদান
সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড প্রদান প্রসঙ্গে।**

২) শস্য ও ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে খণ্ড বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ও পন্থী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত খণ্ড নিয়মাচার এবং অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি খণ্ডের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র এবং প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, খণ্ড গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, খণ্ড বিতরণ, খণ্ডের সম্ভবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি যথারীতি প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষীমের আওতায় খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হার নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত খণ্ডের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ

১) চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের অভিক্ষেপ সময়ের মধ্যে যে সকল খণ্ড ইতোমধ্যে কৃষি ও পন্থী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষে বিতরণ করা হয়েছে তন্মধ্যে, শুধুমাত্র এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আদায়কৃত/সমস্বয়কৃত খণ্ডসমূহের বিপরীতে এপ্রিল-জুন মাসের বকেয়া খণ্ড স্থিতির উপর ব্যাংকসমূহ চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে সংশ্লিষ্ট খণ্ডগুলোর বিদ্যমান সুদ হার ১এপ্রিল, ২০২০ হতে ৪% এ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থবছরে আদায়কৃত/সমস্বয়কৃত খণ্ডসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ উক্ত অর্থবছর শেষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করবে।

২) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত খণ্ডের আদায়কৃত/সমস্বয়কৃত খণ্ড হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রকৃত সুদ-ক্ষতি বাবদ ৫% হারে আর্থিক ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ছক মোতাবেক সুদ ক্ষতিপূরণের হিসাবায়নসহ একটি বিবরণী এবং সরাসরি কৃষকের অনুকূলে ৪% হারে খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকল শাখা হতে প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক অতি বিভাগে দাখিল করবে।

৩) এ সার্কুলারের আওতায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও তুষ্টা) চাষের জন্য বিতরণকৃত খণ্ডের আদায়কৃত/সমস্বয়কৃত খণ্ড হিসাব সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ চাষের জন্য বিতরণকৃত খণ্ডসমূহের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী প্রচলিত নিয়মে পৃথকভাবে করতে হবে।

৪) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত খণ্ডের ন্যূনপক্ষে ১০% খণ্ড নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত খণ্ডের মধ্যে যে পরিমাণ খণ্ড নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করত তা পুরো দাবীকৃত খণ্ডের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব উৎস হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

৫) খণ্ড বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত খণ্ড গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন- মোট খণ্ড গ্রহীতার সংখ্যা, শস্য/ফসলের নাম, খণ্ড গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, খণ্ড মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত খণ্ডের পরিমাণ, খণ্ডের মেয়াদ, খণ্ড বিতরণ ও সমস্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া, খণ্ড বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব-স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ খণ্ড মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

৬) এ ক্ষীমের আওতায় উল্লিখিত শস্য ও ফসলসমূহে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত খণ্ডের সম্ভবহার নিশ্চিতকরণার্থে খণ্ড বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলশূন্য তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭) খণ্ড মঞ্জুরী পত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন খণ্ড সম্পূর্ণ বা আধিশিক অনাদায়ী ধাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোন্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত আভাবিক সুদের হারই খণ্ড বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

৮) উপরোক্ত ক্ষীমের অধীনে বিতরণকৃত খণ্ডের অর্থ সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকী জোরদার করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা ১ এপ্রিল, ২০২০ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

৮/১

১/১

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদৰ্ভাবের কানপে স্ট সক্ষট মোকাবেলায় কৃষকের অনুমতি প্রদান।

- ০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি খন বিভাগ এর ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০২ অগ্র পৃষ্ঠায় হ্বহ পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, এসিডি সার্কুলার নং-০২ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তি^১ বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বাস



(মোহাম্মদ মন্ত্রিনুল ইসলাম)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

(বিভাগীয় দায়িত্বে)

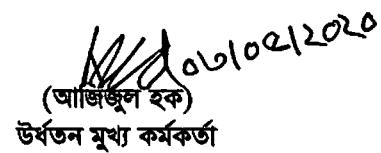
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

নং-প্রকা/ক্রেষ্টিঃ/(শাখা-১)/৩(৭)/২০১৯-২০২০/১১২৭(১২৫০)

তারিখঃ ০৩/০৫/২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঁ।

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
 ০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
 ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দণ্ডন, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
 ০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
 ০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
 ০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাথকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপন্থি
ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
 ০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
 ০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
 ০৯। নথি/মহানথি।



(আজজুল ইক)

উর্দতন মুখ্য কর্মকর্তা

**কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
ঋণাল কার্যালয়
ঢাকা।**

২৭ এপ্রিল ২০২০
তারিখঃ

১৪ বৈশাখ ১৪২৭

এসিডি সার্কুলার নং - ০২

প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা/ব্যবহারণা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

**নডেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্টি সঞ্চট মোকাবেলার ক্ষমতার অনুকূলে থেগোদনা
সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল থাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।**

নডেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামীতে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি থাতে শস্য ও ফসল চাষের জন্য ক্ষমত পর্যায়ে সপ্ত সুদে কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অভ্যবশ্যিক। উদ্দেশ্য, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ঝুঁটা) চাষ করার জন্য ক্ষমত পর্যায়ে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। একইসাথে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্ধকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্যও সুদ-ক্ষতি সুবিধার আওতায় ক্ষমত পর্যায়ে থেগোদনা হিসেবে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি বাবদ ৫% হারে সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল চাষের জন্য ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ কার্যকর বাস্তবায়নের সুবিধার্থে অনুসরণীয় বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক) সূচনা ৪ এ কীমের নাম হবে "নডেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্টি সঞ্চট মোকাবেলার শস্য ও ফসল থাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদান"

খ) কীমের মেয়াদ ৪ এ কীমের মেয়াদ হবে ১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত।

গ) খাদ্যের সুদের হারঃ ৪ এ কীমের আওতায় ক্ষমত পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ হার চলমান এবং নতুন ঋণাত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে, ৩০ জুন, ২০২১ এর পর চলমান ঋণসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

ঘ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ঃ

১) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান গমসহ সকল দানা শস্য, অর্ধকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ পূর্ববর্তী বছরসমূহের ন্যয় নিঙ্গাস উৎস হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্যাপিত ভাবের সম্ভাব্যতার বিপরীতে ক্ষমত পর্যায়ে ৪% হারে সুদে ঋণ বিতরণ করবে। একেতে, ব্যাংকসমূহ তাদের প্রকৃত সুদ-ক্ষতি অনুযায়ী ৫% হারে সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

২) শস্য ও ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার এবং অন্যান্য নীতিমালা যেমন ক্ষমত প্রযোজ্য সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রতিক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের স্থায়ব্যাহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি যথাযীতি প্রযোজ্য হবে। এ কীমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিঙ্গাস নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষমত পর্যায়ে ৪% সুদ হার নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ

১) চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের অতিক্রান্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ঋণ ইতোমধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত দানা শস্য, অর্ধকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষে বিতরণ করা হয়েছে তন্মধ্যে, শুধুমাত্র এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আদায়কৃত/সমগ্রকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে এপ্রিল-জুন মাসের বকেয়া ঋণ হিস্তির উপর ব্যাংকসমূহ চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে। একেতে ব্যাংকসমূহকে সংশ্লিষ্ট ঋণগুলোর বিস্তয়ান সুদ হার ১এপ্রিল, ২০২০ হতে ৪% এ পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থবছরে আদায়কৃত/সমগ্রকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ উক্ত অর্থবছর শেষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করবে।

পাতা # ২

- ২) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুন্দে বিতরণকৃত খণ্ডের আদায়কৃত/সমগ্রযোগ্যকৃত ঝণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ষ্টকৃত সুদ-ক্ষতি বাবদ ৫% হারে আর্থিক ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ছক মোতাবেক সুদ ক্ষতিপূরণের হিসাবায়নসহ একটি বিবরণী এবং সরাসরি কৃতকের অনুকূলে ৪% হারে ঝণ বিতরণ করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকল শাখা হতে প্রত্যায়ন পত্র সংখ্যাহীনক জরু বিভাগে দাবিল করবে।
- ৩) এ সার্কুলারের আওতায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ফুটা) চাবের জন্য বিতরণকৃত খণ্ডের আদায়কৃত/সমগ্রযোগ্যকৃত ঝণ হিসাব সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ চাবের জন্য বিতরণকৃত ঝণসমূহের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী প্রচলিত নিয়মে পৃথকভাবে করতে হবে।
- ৪) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত খণ্ডের ন্যূনপক্ষে ১০% ঝণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত খণ্ডের মধ্যে যে পরিমাণ ঝণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করাত তা পুরো দাবীকৃত খণ্ডের উপর কার্যকরণীক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব উৎস হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।
- ৫) ঝণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুন্দে বিতরণকৃত ঝণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংজ্ঞান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন- মোট ঝণ গ্রহীতার সংখ্যা, শস্য/ফসলের নাম, ঝণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঝণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত খণ্ডের পরিমাণ, খণ্ডের মেঝাদ, ঝণ বিতরণ ও সমগ্রয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া, ঝণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদসংজ্ঞান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব-স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঝণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও ছেবেশ করবে।
- ৬) এ ক্ষীমের আওতায় উল্লিখিত শস্য ও ফসলসমূহে থ্রুক্ত চারীদের অনুকূলে রেয়াতি সুন্দে প্রদত্ত খণ্ডের সম্বন্ধের নিচিতকরণার্থে ঝণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- ৭) ঝণ মঞ্জুরী পত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মেরাদ শেষে কোন ঝণ সম্পূর্ণ বা আঁশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। মেঘাসৌর্য বক্ষেবাস উপর ব্যাংকের নির্ধারিত আভাবিক সুন্দের হারই ঝণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।
- ৮) উপরোক্ত ক্ষীমের অধীনে বিতরণকৃত খণ্ডের অর্থ সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকী জোরদার করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা ১ এপ্রিল, ২০২০ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আগনাদের বিষণ্ণ,



(মোঃ হাবিবুর রহমান)

মহাব্যবস্থাপক

ফোনঃ ৯৮৩০১৩৮

सर्वांग एक

ନଡେଲ କରୋନା ଭାଇସ୍ରାମ ଥ୍ରୋଟ୍‌ବେର କାରଣେ ଶୁଣ୍ଡ ସଙ୍କଟ ମୋକାବେଳାର
ଅନ୍ୟ ଓ ଫୁଲ ଖାତେ ୪% ମେଗାତି ମୂଳ ହାତେ କବି ଖଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନୀର ବିଶ୍ଵଶୀଳ ମୂଳ-କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରୀ ଅଗମେ ।

व्यारकेत्र नामः

ଅର୍ଧବନ୍ଦିଷ୍ଟ

(લખ ટોકાસ)